দৈনিক ইত্তেফাক

5

তারিখ 23 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সেইসব মহৎপ্রাণ শিক্ষকের পুনর্জন্ম কি আর হইবে না?

নাসির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী

গত ১৬ অক্টোবর তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক এর উপ-সম্পাদকীয় কলামে সুহৃদ লিখিত "চতুরঙ্গ" লেখাটি একটি বিশেষ কারণে আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। কলামিষ্ট সুহৃদ ১৯৫৮ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে পড়িবার সময় বি,এ পরীক্ষার আগে তাঁহাদের ইংরেজীর শিক্ষক প্রফেসর মজুমদারের কাছে গিয়াছিলেন কিছু টিপস বা চলতি কথায় পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে আগাম ধারণা বা সাজেশন নিতে। প্রফেসর মজুমদার জবাবে সুহৃদ ও তাঁহার সতীর্থ বন্ধুদের বলিয়াছিলেন শত শত রচনা ও শেক্সপীয়র রচনাবলী আগা-সে-গোড়া খুব ভালো করিয়া পড়িয়া ফেলিতে যাহাতে সম্ভাব্য যেকোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাঁহাদের জীবনের ব্রত সেইসব যথার্থ শিক্ষকের উপযুক্ত সাজেশনই বটে।

১৯৭৮ সালে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রদানের পূর্বে স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সকল ছাত্র-ছাত্রীর কোচিং ক্লাস শুরু হইয়াছে। এখনকার মত নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের উদ্যোগে গলাকাটা ফি এর বিনিময়ে কেবল ধনীর দুলালদের জন্য কোচিং নয়। স্কুলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্মিলিত উদ্যোগে সকল পরীক্ষার্থীর জন্য যৌথ কোচিং। পড়ানো, লেখানো, বুঝানো ও আদায় করার চাপ নিয়মিত ক্লাস অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী। আমরা যাহারা সে বারের পরীক্ষার্থী ও এই কোচিং ক্লাস এর শিকার্থী তাহাদের অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। কিন্তু হেড স্যারসহ অন্য সকল শিক্ষক নিরাপোস। তাঁহাদের ব্রত ও ঘোষণা একটিই। আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে যেমন ভাল ফল করিতে হইবে তেমনি সম্মিলিতভাবে স্কুলের মুখও উজ্জ্বল করিতে হইবে।

পরীক্ষা কাছাইয়া আসিতেছে। কোচিং ক্লাস ও বাড়ীর পড়ার চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমন সময় একদিন সকলে মিলিয়া ঠিক করিলাম যে, বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের নিকট সম্ভাব্য প্রশ্ন বা সাজেশন চাহিতে হইবে। কারণ প্রতিটি বই ও প্রতিটি বিষয় আগা-সে-গোড়া মুখস্থ করার ধকল আর সহ্য হইতেছিল না। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবে কে? তাহার চাইতেও বড় কথা কোন্ বিড়ালের গলায় প্রথম ঘন্টা বাঁধা হইবে? কারণ স্কুলের সর্বোচ্চ ক্লাসের ছাত্র হইয়াও প্রায় সকল শিক্ষককেই তাঁহাদের কঠোর-কঠিন ব্যক্তিত্ব ও অগাধ পান্ডিত্যের জন্য বাঘের মত ভয় করিতাম। এই সমস্ত বিদ্যার জাহাজ ও ক্ষ্যাপা দুর্বাসা তুল্য শিক্ষকের কাছে সাজেশন চাওয়া আর বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়া বাঘেরই লেজ দিয়া কান চুলকাইয়া আসা আমাদের কাছে সমার্থক ছিল। অবশেষে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক ও সলা-পরামর্শের পর "টার্গেট" ঠিক করা হইল। তিনি হইলেন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক অজিত স্যার। বাংলা ব্যাকরণ, ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদানে জাদুকরী সাফল্য ও সুনামের অধিকারী এই শিক্ষক কখনো কোন ছাত্রের গায়ে হাত বা বেত লাগাইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। কোন ছাত্র বা ছাত্রীর অকাট মূর্খতায় সর্বাধিক রুষ্ট হইলে তাঁহার সর্বোচ্চ মাত্রার গালি ছিল, "জ্বালারে জ্বালা। মরে যাবি, মরে যাবি। একেবারেই পড়াশোনা করিস না, তোরা সব অকালে মরে যাবি।" এহেন অজিত স্যারকেই তাই সাজেশন চাহিবার টেষ্ট কেস হিসাবে নির্বাচন করা হইল।

অতঃপর নির্ধারিত দিনে পিন-পতন নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্লাস ক্যাপ্টেন অনেক ঢোক গিলিয়া, বিস্তর সাহস সঞ্চয় করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের "প্রাণের দাবী" উত্থাপন করিল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যে অজিত স্যার পড়ালেখার ক্ষেত্রে যেকোন শর্টকাট পদ্ধতিকে নরহত্যাতুল্য পাপ মনে করিতেন, তিনি আমাদের "সাজেশন চাই" এই অন্যায় আব্দারে বিন্দুমাত্রও রুষ্ট বা বিরক্ত হইলেন না। শুধু বলিলেন, "সাজেশন চাস?" তারপর ক্লাস ক্যাপ্টেনকে বলিলেন, টেষ্ট পেপারটা লইয়া আয়। স্যারের হুকুম, না মানিয়া উপায় নাই। তদুপরি আমরাই সাজেশন চাহিয়া স্যারকে খেপাইয়া দিয়াছি। অতঃপর ক্লাস ক্যাপ্টেন টেষ্ট পেপার লইয়া যেইভাবে স্যারের কাছে গেল ফাঁসির মঞ্চের দিকে গমনকারী প্রাণদন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীই বুঝি সেভাবে হাঁটে। ক্লাস ভর্তি সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। গোটা স্কুল জুড়িয়া সবচাইতে শান্ত শিষ্ট হিসাবে পরিচিত অজিত স্যার আজ ক্লাস ক্যাপ্টেন অজিত স্যারের হাতে টেষ্ট পেপারের মোটা বই তুলিয়া দিল। স্যার তাহা গোটা ক্লাসের দিকে উঁচাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "সাজেশন চাস? এই প্রথম পাতার আদিল ব্রাদার্স হইতে শুরু করিয়া শেষ পাতার ব্রেইন টনিক পর্যন্ত সব মুখস্থ করিয়া ফেল। তাহইলে দেখিবি যে অনেক কিছুই পরীক্ষায় কমন আসিবে।" উল্লেখ্য যে, তখন টেষ্ট পেপারের প্রথম মলাটে প্রকাশক আদিল ব্রাদার্সের নাম ও শেষ মলাটে মেধা-শক্তি বর্ধক ব্রেইন টনিক নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন থাকিত। এইভাবে টেষ্ট পেপারের দুই মলাটের মধ্যে যাহা আছে সব মুখস্থ করিয়া ফেলার "সাজেশন" দিয়া আমাদের অতি প্রিয় ও অতি শ্রদ্ধেয় অজিত স্যার নির্বিকার চিত্তে সে দিনের পড়া শুরু করিলেন। ইহার পর আর কখনো কোন শিক্ষকের নিকট সাজেশন চাহিবার দুর্মতি আমাদের হয় নাই।

> বর্তমানের নিরিখে সুহৃদ কথিত ১৯৫৮ সাল তো রীতিমত সত্যযুগে। ইহার ২০ বছর পর ১৯৭৮ সালে আমরা যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেই তখনও সত্যিকার শিক্ষকদেরই পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর গত ২০ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কি ঘটিতেছে? তবে কি আমাদের সময় হইতেই সত্যিকারের শিক্ষকদের সর্বশেষ প্রজন্মটি বিলুপ্ত হইতে শুরু করে? সেইসব মহৎপ্রাণ শিক্ষকের পুনর্জন্ম কি আর হইবে না? শিক্ষক মানে কি অন্য সকল পেশায় ব্যর্থ একজন নীচু মানের ও নীচু মনের ব্যক্তিকেই ধরিয়া লইতে হইবে?

আগ্রাবাদ স্কুল হইতে মাধ্যমিক পাস করিয়াছি আজ ঝাড়া ২০ বছর হইয়া গিয়াছে। জীবন-জীবিকার তাগিদে ছিটকাইয়া পড়িয়াছি দূরে, বহু দূরে। সেই অতি প্রিয় স্কুল, সেইসব পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সহিত দেখা হয় না আজ বহু বছর। তবে অন্তর্যামী জানেন নিজের স্কুল ও নিজের শিক্ষকদের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা শিথিল হয় নাই এক বিন্দুও। এখনো পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করি যে, জন্মসূত্রে যে সব দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা লইয়া আসিয়াছিলাম সেগুলি দূর করার সযত্ন ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন সর্বজনাব রফিকউল্লাহ, আবুল বাশার, প্রীতিশ ভট্টাচার্য, গোলাম কাদের, আবুল কাশেম, হেদায়েত উল্লাহ, মরহুম সাহাবুদ্দিন আহমদ-প্রমুখ শিক্ষক। আজ মধ্য-তিরিশে পৌঁছিয়া যখন পিছনের দিকে তাকাই তখন সেইসব বজ্রের মত কঠোর ও কুসুমের মত কোমল, পান্ডিত্য ও সরলতা, সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অসীম ভালোবাসায় উজ্জ্বল শিক্ষকদের কথা মনে করিয়া শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

একই সাথে মন উদ্বিগ্ন ও মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠে যখন কলামিষ্ট সুহৃদ কথিত নকল সরবরাহকারী কিংবা প্রশ্ন ফাঁসকারী অথবা পরীক্ষার পর বাসায় ছাত্র-ছাত্রী ডাকিয়া আনিয়া ইচ্ছামত লেখার সুযোগদানকারী তথাকথিত শিক্ষকদের কথা শুনি। বর্তমানের নিরিখে সুহৃদ কথিত ১৯৫৮ সাল তো রীতিমত সত্যযুগে। ইহার ২০ বছর পর ১৯৭৮ সালে আমরা যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেই তখনও সত্যিকার শিক্ষকদেরই পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর গত ২০ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কি ঘটিতেছে? তবে কি আমাদের সময় হইতেই সত্যিকারের শিক্ষকদের সর্বশেষ প্রজন্মটি বিলুপ্ত হইতে শুরু করে? সেইসব মহৎপ্রাণ শিক্ষকের পুনর্জন্ম কি আর হইবে না? শিক্ষক মানে কি অন্য সকল পেশায় ব্যর্থ একজন নীচু মানের ও নীচু মনের ব্যক্তিকেই ধরিয়া লইতে হইবে? শিক্ষকতাকে ধরিয়া লইতে হইবে বিশেষ পোশাক ও পেশাধারীদের সমগোত্রীয় আরেকটি কেবল অর্থ উপার্জনের পেশা? তাহা হইলে এই দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কাহার নিকট হইতে কি শিখিবে? ❑